

৩য় তারাবীহ

তৃতীয় তারাবীহতে পঠিতব্য কুরআনের অংশ হলো পুরো চতুর্থ পারা ও পঞ্চম পারা প্রথমার্ধ। অর্থাৎ, সূরা আলে ইমরানের শেষার্ধ ও সূরা নিসার প্রথমার্ধ।

সূরাতুন নিসা অর্থ নারীদের সূরা। এই সূরার শুরুতে নারী-পুরুষের সৃষ্টি রহস্য আলোকপাত করা হলেও পুরো সূরা জুড়ে নারী-অধিকার, নারী-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধান, সম্পদ বণ্টন নীতিমালা এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আহকাম উঠে এসেছে।

ঘটনাবলি

বদর ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ঐতিহাসিক বড় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কাফিরদের তুলনায় মুসলমানরা সংখ্যা ও সরঞ্জামে পিছিয়ে ছিল। আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে অলৌকিকভাবে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন। ৩/১২৩-১২৫

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমরা প্রথমদিকে সাফল্য পেলেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি নির্দেশ থেকে সরে যাওয়ার কারণে বিপর্যয়ের শিকার হন। এতে সূর্য নবীজি-সহ অনেকে আহত হন এবং সত্তরজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ মুসলমানদেরকে বেশ কিছু উপদেশ ও সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থ: 'তোমরা হীনমুনা হবে না, চিন্তিত হবে না, প্রকৃত মুমিন হলে তোমরাই চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হবে।' আর মহান আল্লাহ জয়-পরাজয়ের পালাবদল ঘটান। এ যুদ্ধে রাসূল (সা.) নিহত হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করে বলেন, রাসূলের (সা.) মৃত্যুসংবাদ গুজব হলেও অন্যান্য নবীদের মতো একদিন তিনিও দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। ৩/১৩৯-১৭২

পৃথিবীর প্রথম ঘর, যেটি মানুষের ইবাদতের জন্য তৈরি করা হয়েছে, সেটি হলো মক্কার কাবাঘর। সেই ঘরকে মহান আল্লাহ বরকতময় এবং মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শনের মাধ্যম বলেছেন। ৩/৯৬, ৯৭

ঈমান-আকীদা

শিরককারী তাওবা ছাড়া মারা গেলে সে অপরাধ আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না।
এছাড়া অন্য অপরাধ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন (অবশ্য বান্দার হকও তিনি ক্ষমা করবেন না)। ৪/৪৮

বিবাদে অকুণ্ঠচিত্তে রাসূলকে বিচারক না মানলে ঈমানদার হওয়া যাবে না। ৪/৬৫

মৃত্যুর মুহূর্তে যখন ফেরেশতা জান কবজ করার জন্য সামনে চলে আসেন, তখন তাওবা করলে সেই তাওবা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ৪/১৮

আদেশ

- আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় বস্তু ব্যয় করা। ৩/৯২
- একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের (আদর্শ) অনুসরণ করা। ৩/৯৫
- আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করা। ৩/১০২, ১২৩
- সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা। ৩/১০৩
- আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা। ৩/১৩২
- আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া। ৩/১৩৩
- ক্ষমা করা, অন্যের মাগফিরাত কামনা করা, কাজের আগে পরামর্শ করা, আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ৩/১৫৯
- আল্লাহ ও তার রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা। ৩/১৭৯
- সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। ৩/১০৪
- আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করা। ৩/১০৩
- ধৈর্য ধারণ করা, যুদ্ধে অবিচল থাকা ও সীমান্ত পাহারা দেওয়া। ৩/২০০
- এতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দেওয়া। ৪/২
- আল্লাহর ইবাদত করা। ৪/৩৬
- পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, এতিম-মিসকীন, প্রতিবেশী ও পথচারীর সাথে সদ্ব্যবহার করা। ৪/৩৬
- আমানতসমূহ প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং ন্যায়বিচার করা। ৪/৫৮
- আল্লাহ, রাসূল (সা.) ও সিদ্ধান্তের মালিকদের আনুগত্য করা। ৪/৫৯

- শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। ৪/৭৬
- আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ৪/৮১ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। ৪/৮৪

নিষেধ

- পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ না করা। ৩/১০২
- (মুসলমানরা) পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া। ৩/১০৩
- পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি না করা। ৩/১০৫
- মুমিন কর্তৃক অন্যদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা। ৩/১১৮
- চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ না খাওয়া। ৩/১৩০
- শয়তানের দোসরদের ভয় না করা। ৩/১৭৫
- এতিমের সম্পদ নিজেদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে ভক্ষণ না করা। ৪/২
- একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস না করা এবং অন্যায়ভাবে হত্যা ও আত্মহত্যা না করা। ৪/২৯
- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। ৪/৩৬

বিধি-বিধান

১. সামর্থ্যবানদের ওপর বাইতুল্লাহর হজ করা ফরয। ৩/৯৭
২. ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করার শর্তে একজন পুরুষের জন্য সর্বোচ্চ চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা জায়েজ। আর একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষা করতে না পারার আশঙ্কা থাকলে একটির ওপর সীমাবদ্ধ থাকার নির্দেশনা এসেছে। ৪/৩
৩. সূতঃস্মৃর্তভাবে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে। তবে স্ত্রী সন্তুষ্টিতে কিছুটা শিথিল করলে সেটা বৈধ। ৪/৪
৪. মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে ওয়ারিসদের মাঝে যেন বিবাদ সৃষ্টি না হয় সেজন্য সুয়ং আল্লাহ পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা ও ওয়ারিসদের হিস্যা বর্ণনা করেছেন। এটা রক্ষা করা ফরয। ৪/৭-১৪
৫. ব্যাভিচারের শাস্তি (বিচারিকভাবে) প্রয়োগ করতে চারজন চাক্ষুস সাক্ষী আবশ্যিক। ৪/১৫
৬. ওজু করতে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করা যাবে। ৪/৪৩

হালাল-হারাম

নারী-পুরুষের মাহরামের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে তেরো জন নারীর কথা বর্ণিত হয়েছে, যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। এছাড়া মাদক হারামের বিধানও বর্ণিত হয়েছে। ৪/৪৩

শিষ্টাচার

সালাম ইসলামী সমাজের অনুপম সৌন্দর্য। সালামের চেয়ে অর্থবহ অভিবাদন আরেকটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। কেউ সালাম (শান্তির দোয়া) দিলে তাকে আরো উত্তম ভাষায় জবাব দিতে হবে। সালাম দেওয়া সুনাহ হলেও এই নির্দেশের আলোকে সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। ৪/৮৬

দৃষ্টান্ত

কাফিরদের সংকর্মের বিনিময় দুনিয়াতেই দেওয়া হয়। কুফুরীর কারণে আখিরাতে তারা কোনো সওয়াব পাবে না। বিষয়টিকে শস্যক্ষেতে হিমশীতল ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ভালো কাজকে শস্যক্ষেত্র এবং কুফুরীর কারণে সেসবের বিনিময় নষ্ট হওয়াকে হিমশীতল ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করছেন বলার সুযোগ নেই। কারণ, কুফুরীর মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেরদের কর্মফল নষ্ট করেছে। ৩/১১৭

মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য এবং বুদ্ধিমানের পরিচয়

মহান আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত করেছেন মুত্তাকীদের জন্য। সমগ্র কুরআন জুড়ে মুত্তাকীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসার দুটি আয়াতে মুত্তাকীদের চারটি বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে—

(এক) তারা সচ্ছল অসচ্ছল সকল অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে। (দুই) তারা ক্রোধ সংবরণ করে। (তিন) তারা মানুষকে ক্ষমা করে। (চার) তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ কিংবা নিজের প্রতি জুলুম (গুনাহ) করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। ৩/১৩৪, ১৩৫

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং রাত-দিনের পালাবদলে বুদ্ধিমানের জন্য রয়েছে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন; যারা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে। ৩/১৯০, ১৯১

মৃত্যু, জান্নাত-জাহান্নাম ও প্রকৃত সফলকাম

মৃত্যু অনিবার্য বাস্তবতা। মানুষ যেখানেই থাক না কেন, অবশ্যই মৃত্যু তাদের নাগাল

পাবে, যদিও তারা সুরক্ষিত দুর্গের ভেতর থাকে। ৪/৭৮

তিনি আরো বলেন, সকল প্রাণীকেই মৃত্যুর সাদ আসাদন করতে হবে এবং কিয়ামতের দিন সবার প্রাপ্য কর্মফল বুঝিয়ে দেওয়া হবে। সেদিন যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পোয়ে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ পাবে, সে-ই হলো প্রকৃত ও চূড়ান্ত সফল। একই কথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ হয়েছে। ৩/১৮৫

মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত ও কাফিরদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করা হয়েছে। ৩/১৩১, ১৩৩

রাসূল (সা.)-এর মৌলিক কাজ

নবীজি (সা.) ছিলেন আমাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ। তার মৌলিক কাজ তিনটি। তিনি মানুষের মাঝে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনাতেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতেন এবং কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দিতেন। ৩/১৬৪

দাম্পত্য কলহ নিরসনের পদ্ধতি

দাম্পত্য কলহ নিরসনের ধারাবাহিক চারটি ধাপ রয়েছে। স্ত্রী অবাধ্য হলে প্রথমে তাকে উপদেশের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। এতে কাজ না হলে অভিমান করে বিছানা পৃথক করবে। তাতেও কাজ না হলে শরীয়াসম্মতভাবে শাসন করতে হবে। এতেও সংশোধন না হলে এবং কলহ সৃষ্টি ও বিচ্ছেদের আশঙ্কা হলে উভয়পক্ষের একজন করে সালিস নিযুক্ত করে মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে। ৪/৩৪, ৩৫

আজকের শিক্ষা

আল্লাহ তাআলা প্রিয় বস্তু দান করাকে পুণ্য ও পরিপূর্ণ কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম আখ্যায়িত করেছেন। এ বিষয়ক আয়াত নাজিল হওয়ার পর বহু সাহাবি নিজেদের প্রিয় বস্তু দান করে দিয়েছেন। এখান থেকে আমরা আল্লাহর রাহে প্রিয় বস্তু দান করার শিক্ষা নিতে পারি। ৩/৯২

নিজের কষ্টকে অন্যের সুখের সাথে তুলনা করলে মানুষ কখনো সুখী হয় না। উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ নিজেদের কষ্টের সময় অন্যের কষ্টের দিকে তাকানোর শিক্ষা দিয়েছেন। তাতে ধৈর্য ধারণ সহজ হয়। ৩/১৪০

আল্লাহ তাআলার নিকট প্রকৃত সফলকাম ঐ ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেল এবং জান্নাতে প্রবেশ করল। আর জান্নাতের বিপরীতে পার্থিব জীবন তো কেবল ধোঁকা। ৩/১৮৫

পৃথিবীতে কাফের ও পাপিষ্ঠদের সাক্ষন্দ্য দেখে ধোঁকাগ্রস্ত হওয়া যাবে না। কারণ, এসব ক্ষণিকের সাক্ষন্দ্য। পরকালে তাদের জন্য জাহান্নাম অপেক্ষা করছে। পক্ষান্তরে মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে শান্তির নিকেতন জান্নাত। ৩/১৯৬-১৯৭

একইভাবে অন্য আয়াতে রাসূল (সা.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, আপনাকে মক্কার মুশরিকরা অস্বীকার করে, (তাতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, কারণ) একইভাবে পূর্বের বিভিন্ন নবী-রাসূলকেও অস্বীকার করা হয়েছে। এ থেকেও বোঝা যায়, নিজের কষ্টকে অন্যের সুখের সাথে তুলনা না করে অন্যের দুঃখের সাথে তুলনা করা বুদ্ধিমানের কাজ। ৩/১৮৪

কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত গ্রন্থ হলে এতে বহু বৈপরীত্য ও অসংগতি পাওয়া যেত। ৪/৮২

আল্লাহ তাআলা ভালো কাজে সুপারিশ করার প্রশংসা করেছেন। এখান থেকে আমরা মানুষের কল্যাণে সুপারিশ করার অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে পারি। ৪/৮৫

আজকের দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের গুনাহসমূহ এবং আমাদের কার্যাবলিতে ঘটে যাওয়া আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করে দিন। আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের ওপর আমাদেরকে বিজয় দান করুন। ৩/১৪৭

رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۖ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ۝

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন, আমাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দিন এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের মধ্যে शामिल করে নিজের কাছে তুলে নিন। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে সে-ই সবকিছু দান করুন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি নিজ রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদেরকে কিয়ামতের দিন লাঞ্চিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি কখনো প্রতিশ্রুতির বিপরীত করবেন না। ৩/১৯৩-১৯৪